দাউলার আসল রূপ
পর্ব-২

খিলাফতের পর্যালোচনা

সূচি

খিলাফত কী? ৫৮
খিলাফতের উদ্দেশ্য ৫৮
খিলাফত প্রতিষ্ঠার হুকুম ৫৯
খলীফা নির্বাচন-পদ্ধতি ৬০
'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারা? ৬২
আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হওয়ার জন্য শর্ত ৬৪
খলীফা নির্ধারণের জন্য কতজন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র সম্মতি আবশ্যক? ৬৫
মতামতঃ
পুরো উম্মাহরঐক্যমত আবশ্যক ৬৫
সকল আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ঐক্যমত আবশ্যক ৬৯
জুমহুর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ঐক্যমত আবশ্যক ৭০
আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সংখ্যার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত ৭২
খিলাফতের যোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ ৭৮
খলীফার দায়িত্বসমূহ ৭৮
খলীফার উপর জনগণের হকসমূহ ৭৯
সুন্নাহর আলোকে খিলাফত যুগ ৮০
খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে মুজাহিদীনের কোরবানি ৮৫
দাউলার পক্ষ থেকে খিলাফত ঘোষণা ৮৫
এটি কি খিলাফত? আমাদের উপর বায়আত দেওয়া কি ওয়াজিব? ৮৬
বায়আত ওয়াজিব না হওয়ার কারণসমূহ: ৮৭
প্রথম কারণ: ৮৭
দ্বিতীয় কারণ: ৯০
তৃতীয় কারণ: ৯২
চতুর্থ কারণ: ৯৪

পঞ্চম কার: ৯৭
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
বাগদাদী কোরাইশী ১০০
আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযি. এর খিলাফত ১০২
তামকিন-বিহীন বিলায়াহ / প্রদেশ ১০৪
খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় ১০৫
মুজাহিদ শায়েখদের খিলাফত ঘোষণা না দেওয়ার কারণ ১০৬

খিলাফত কী?

খিলাফত একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকারত্ব, স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর খলীফা অর্থ: প্রতিনিধিত্বকারী, উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত। খিলাফত হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার শাসনব্যবস্থার নাম। কোন একজন মুসলিম নেতাকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বানিয়ে ইসলামী শরীয়ার আলোকে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাকে খিলাফত বলে।

খিলাফতকে (প্রতিনিধিত্বকে) খিলাফত নামকরণের কারণ হচ্ছে, যিনি এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তিনি দীনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি বা খলীফা। যার দায়িত্ব: ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়া। আর এ কারণেই খলীফার মূল দায়িত্ব হল, ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা এবং জিহাদ ও দাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

খিলাফতের উদ্দেশ্য

খিলাফতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শত্রুদের থেকে মুসলিমদেরকে হেফাজত করা, আল্লাহ তাআলার দীনের হেফাজত ও তা পূর্ণাঙ্গরুপে বাস্তবায়ন করা এবং মুসলিমদের পার্থিব বিষয়গুলোকে উত্তমভাবে পরিচালনা করা।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

روَى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، أنَّه سمِع رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: إنَّما الإمامُ جُنَّة، يُقاتَل مِن ورائه، ويُتقَّى به.

'ইমাম/খলীফা হলেন ঢাল স্বরূপ, যাঁর ছায়ায় থেকে কিতাল করা হবে ও যাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা হবে।'[৫৫]

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ কিতাবে ইমাম মাওয়ারদী রহ. বলেন,

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.) الأحكام السلطانية [١ / ٣]

[৫৫] বুখারী:২৯৫৭, মুসলিম:১৮৪১

'খিলাফতের অস্তিত্বই হয়েছে, দীনের সংরক্ষণ ও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে নুবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।'[৫৬]

আল্লামা জুওয়াইনী রহ. বলেন,

الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا.

'খিলাফত হচ্ছে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব ও ব্যাপক দায়িত্বশীলতা, যা সাধারণ-বিশেষ সকল মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত।'[৫৭]

খিলাফত প্রতিষ্ঠার হুকুম

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . واه مسلم

'যে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার ঘাড়ে কোন বায়আত নেই, সে জাহিলিয়্যাতের মরণ মরল।'[৫৮]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের জন্য খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। উম্মাহর উলামায়ে কেরামের ইজমা অনুসারে পুরো উম্মাহর জন্য এমন একজন খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজিব, যিনি উম্মাহর নেতৃত্ব দিবেন, যার অধীনে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে।

ইমাম কুরতুবী রহ. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه،

'খলীফা নির্ধারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে বা ইমামদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে শুধুমাত্র 'আসাম' থেকেই ভিন্নমত বর্ণিত আছে, যে মূলত: শরীয়ার ব্যাপারেও আসাম (বধির)। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার সুরে কথা বলে এবং তার মত মাজহাব অনুসরণ করে সে ভিন্নমত পোষণ করে।'[৫৯]

[৫৬] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৩

[৫৭] গিয়াছুল উমাম, পৃষ্ঠা:১৫

[৫৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস:১৮৫১

[৫৯] তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬৪

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যার মধ্যে ইমাম মাওয়ারদী রহ. বলেন,

وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم-

'খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্ধারণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। যদিও এ ব্যাপারে আসাম ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।'[৬০]

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة..

'উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, একজন খলীফা নিযুক্ত করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব।'[৬১]

খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি

খলীফা নির্বাচনের সর্বসম্মত ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে সাহাবায়ে কেরাম এই তিনপদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতেই খলীফা নির্বাচন করেছেন,

১) ইস্তিখলাফ।

২) শুরা।

৩) ইখতিয়ার।

ইস্তিখলাফ

পূর্ববর্তী খলীফা ওফাতের পূর্বে খিলাফতের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে পরবর্তী খলীফা হিসাবে নির্বাচন করে যাওয়া।

এই পদ্ধতিতে ওমর রাযি. খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আবু বকর রাযি. ওফাতের পূর্বে তার পরবর্তী খলীফা হিসাবে ওমর রাযি. কে নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন।

শুরা

শুরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নির্ধারিত শুরা। অর্থাৎ ওফাতের পূর্বে খলীফা যদি পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের জন্য কোন শুরা বানিয়ে দিয়ে যান, যাদের দায়িত্ব হবে তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ

[৬০] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫

[৬১] শরহু মুসলিম লিন-নববী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২০৫

করা। ওমর রাযি. মৃত্যুর পূর্বে ছয়জনের শুরা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। পরে তাদের মধ্যে উসমান রাযি. কে খলীফা মনোনিত করা হয়।

ইখতিয়ার (নির্ধারণ)

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক মুসলিমদের মধ্যে খিলাফতেরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে নির্ধারণ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম 'সাকিফায়ে বনি সায়িদায়' একত্রিত হয়ে আবু বকর রাযি. কে খলীফা মনোনিত করেন। এরপর মসজিদে অন্যান্য সকলের থেকে আম (সাধারণ) বায়আত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة.

'উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, খিলাফত ইস্তিখলাফের (পূর্ববর্তী খলীফা কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে যাওয়া) মাধ্যমে গঠিত হতে পারে । আর খলীফা যদি কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে না যান, তাহলে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র নির্ধারণ করার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, খলীফার জন্য (পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের) দায়িত্বটি একটি জামাতের পরামর্শের উপর ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। যেমন ওমর রাযি. ছয়জনের জিম্মায় করে গিয়ে ছিলেন।'[৬২]

উপরোক্ত তিন পদ্ধতিতেই খিলফাত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এই তিন পদ্ধতিই হচ্ছে খলীফা নির্ধারণের শরয়ী বৈধ পদ্ধতি। এই তিন পদ্ধতি ব্যতীত খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আরেকটি পদ্ধতি আছে, যা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। কেউ এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে অপরাধী ও কবিরাহ গুনাহকারী ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। তথাপি যদি কেউ উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে, তবে তাকে শর্ত সাপেক্ষে খলীফা বলে গণ্য করা হবে। তবে সেটি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওওয়াহ' হবে না। সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে:

[৬২] শরহু মুসলিম লিন-নববী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২০৫

আত-তাগাল্লুব (জবরদখল)

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين،

'খলীফা নির্ধারণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। যেমন, ইমাম মৃত্যুবরণ করল, তখন ইস্তিখলাফ বা ইখতিয়ার ব্যতীত এমন কেউ খিলাফতেরজন্য প্রবৃত্ত হল, যার মাঝে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান। অতঃপর সে শক্তি ও সৈন্যবলে সকলকে সামলে নিল, তাহলে এমতাবস্থায় মুসলমানদের ঐক্য ধরে রাখার জন্য তার খিলাফত কার্যকর হবে।'[৬৩]

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারা?

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন, উম্মাহর প্রখ্যাত উলামা ও প্রভাবশালী দায়িত্বশীলগণ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' (দায়িত্বশীল) তাঁদের আনুগত্য করো।'[৬৪]

উক্ত আয়াতে 'উলুল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য হল: উলামা ও উমারা (দায়িত্বশীলগণ)। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم : (وأولي الأمر منكم) يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: (وأولي الأمر منكم) يعني العلماء، والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء.

'আলী ইবনে আবি তালহা রাযি. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর' অর্থাৎ, ফকীহ ও দীনদারগণ। মুজাহিদ, আতা ও হাসান বসরী রহ. থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে। আবুল আলিয়া রহ. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' এর অর্থ আলেমগণ। আল্লাহ

[৬৩] রওজাতুত তলিবীন, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:৪৬

[৬৪] সূরা নিসা, আয়াত:৫৯

তাআলাই ভাল জানেন, আয়াতের জাহের (বাহ্যিক দিক) এটাই দাবি করে যে, এখানে সকল 'উলুল আমর'ই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উলামা ও উমারা।'[৬৫]

আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী রহ. বলেন,

وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين والرؤساء

'(খলীফাহ নির্ধারণ হবে) আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ, অর্থাৎ মুজতাহিদ উলামা ও দায়িত্বশীলবর্গের বায়আতের মাধ্যমে।'[৬৬]

আল্লামা মুহাম্মদ খরাশী মালেকী রহ. বলেন,

لأن العلماء، وهم أهل الحل والعقد.

'কেননা আলেমগণই হলেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ।'[৬৭]

ইমাম দুসুকী মালেকী রহ. বলেন,

وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العلم بشروط الإمام، والعدالة، والرأي.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাদের মাঝে তিনটি জিনিস বিদ্যমান: ১. খলীফার জন্য যে সমস্ত শর্ত থাকা আবশ্যক তার ইলম। ২. আদালত (ন্যায়পরায়ণতা)। ৩. সিদ্ধান্তের যোগ্যতা।'[৬৮]

ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী আশ-শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إنّ عقد الإمامة هو اختيار أهل الحلّ والعقد... وهم الأفاضل المستقلّون الذين حنّكتهم التجارب وهذّبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعيّة فيمن يناط به أمر الرعيّة.

'খলীফা নির্ধারণ হবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্বাচনের মাধ্যমে। আর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন, 'সে সকল যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, যারা নানা অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপক্ক, নানা পথ ও মত সম্পর্কে যাঁদের রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা এবং পরিচালনা বিষয়ক ঐ সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে যারা জ্ঞাত, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি জনগণকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।'[৬৯]

আল্লামা ইবনে মুফলেহ হাম্বলী রহ. বলেন,

[৬৫] তাফসীরে ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর

[৬৬] বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৭, পৃষ্ঠা:৩৮২

[৬৭] শরহু মুখতাসারিল খলীল

[৬৮] আশ শরহুল কাবীর

[৬৯] গিয়াছুল উমাম, পৃষ্ঠা:৮২

ولابد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء و وجوه الناس.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ অর্থাৎ উলামা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের বায়আত গ্রহণ আবশ্যক।'[৭০]

'আল মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ' এর মধ্যে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

أهل الشوكة من العلماء والرؤساء و وجوه الناس، الذين يحصل بهم مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكين.

'প্রভাবশালী উলামা, নেতৃবর্গ ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ, যাদের মাধ্যমে বিলায়াতের উদ্দেশ্য অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হবে।'[৭১]

উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হচ্ছে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন উম্মাহর প্রভাবশালী বিচক্ষণ আলেমগণ ও শক্তিধর দায়িত্বশীল আমিরগণ।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যায় আল্লামা মাওয়ারদী রহ. 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' যোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন,

فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত তিনটি

১. তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক থাকতে হবে। আদালতের (ন্যায়পরায়ণতার) শর্তসমূহসহ পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) প্রমাণিত হওয়ার জন্য আলেমগণ যে শর্তসমূহ বর্ণনা করেছেন তা তার মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে।

২. এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে, খিলাফতের গ্রহণযোগ্য শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করে কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত।

[৭০] শারহুল মুকনে, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:৮

[৭১] আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:১৩৮

৩. সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে সে এমন কাউকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে, যিনি খিলাফতের অধিক উপযুক্ত এবং উম্মাহর কল্যাণ সাধনে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ।[৭২]

খলীফা নির্ধারণের জন্য কতজনের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র সম্মতি আবশ্যক

খিলাফত বাস্তবায়নের জন্য খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতজনের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' সম্মতি ও বায়আত আবশ্যক, এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনটি মতামত পাওয়া যায়:

১. পুরো উম্মাহর ঐক্যমত আবশ্যক ।
২. সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত আবশ্যক।
৩. জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত আবশ্যক।

পুরো উম্মাহর ঐক্যমত আবশ্যক

সাহাবাদের মধ্যে অনেকের মত ছিল, খলীফা নির্ধারণের জন্য সকল মুসলিমের একত্রিত হয়ে কোন একজনকে খলীফা নির্ধারণ করতে হবে। আল্লামা ইবনে খালেদুন রহ. আলী রাযি. এর বায়আতের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس و يتفقوا على إمام كسعد و سعيد و ابن عمر و أسامة بن زيد و المغيرة بن شعبة و عبد الله بن سلام و قدامة بن مظعون و أبى سعيد الخدري و كعب بن مالك و النعمان بن بشير و حسان بن ثابت و مسلمة بن مخلد و فضالة بن عبيد و أمثالهم من أكابر الصحابة.

'সাহাবাদের মধ্যে অনেকে বায়আত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। যেমন সাদ, সায়ীদ, ইবনে ওমর, উসামা বিন যায়েদ, মুগীরা বিন শুবা, আব্দুল্লাহ বিন সালাম, কুদামা বিন মাযউন, আবু সাঈদ খুদরী, কাব বিন মালেক, নুমান বিন বশীর, হাসসান বিন ছাবেত, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, ফুজালা বিন উবায়েদ রাযি. সহ অন্যান্য বড় বড় সাহাবাগণ।'[৭৩]

[৭১] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৮

[৭৩] মুকাদ্দামাতু ইবনে খালেদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১

প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে ওমর রাযি. এর মতও এটাই ছিল। ইবনে সাদ রহ. বর্ণনা করেন,

وعن ميمون قال: دس معاوية عمرو بن العاص وهو يريد أن يعلم ما في نفس ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! ما يمنعك أن تخرج فنبايعك، وأنت صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر. فقال: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم، إلا نفر يسير. قال: لو لم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة

'মাইমুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়া রাযি. ইবনে ওমর রাযি. এর ইচ্ছা জানার জন্য আমর ইবনুল আস রাযি. কে পাঠালেন। ইবনুল আস: হে আবু আব্দুর রহমান! কেন আপনি গৃহ থেকে বের হচ্ছেন না? আমরা আপনার কাছে বায়আত দেব। আপনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলার রাসূলের সাহাবী, আমীরুল মুমিনীনের পুত্র। সুতরাং খিলাফতের ব্যাপারে আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত। ইবনে উমর: আপনি যা বললেন সে ব্যাপারে কি সকল মানুষ একমত পোষণ করেছেন? ইবনুল আস: হ্যাঁ! তবে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত। ইবনে উমর: যদি শুধু মাত্র তিনজন গেঁয়ে লোকও দূরে থাকে তাহলে আমার এই জিনিসের কোন প্রয়োজন নেই।'[৭৪]

ইমাম ইবনুল আছীর রহ. বর্ণনা করেন,

وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايعْ . فقال : لا حتى يبايعَ الناسُ ، والله ما عليك مني بأس . فقال : خلوا سبيله. وجاؤوا بابن عمر فقالوا : بايعْ . قال : لا، حتى يبايع الناسُ .

'তারা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. এর কাছে এলেন। আলী রাযি. বললেন, বায়আত দিন। তিনি বললেন, না যতক্ষণ না মানুষেরা বায়আত দেয়। আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই। আলী রাযি. বললেন তার পথ ছেড়ে দাও। তারা ইবনে উমরের কাছে এলেন তাঁরা বললেন, বায়আত দিন। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না মানুষেরা বায়আত দেয়।'[৭৫]

[৭৪] আত-তাবাকাত, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৬৪, সনদ সহীহ

[৭৫] আল-কামিল ফিত-তারীখ, খণ্ড:১৪,পৃষ্ঠা:৭৫

ইমাম শিহাবুদ্দীন রহ. উল্লেখ করেন, মুসলিম বিন উকবা রাযি. দুমাতুল জান্দালের অধিবাসী সাহাবী ও তাবিয়ীগণকে মুআবিয়া রাযি. এর বায়আত দেওয়ার আহবান করলেন; কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাল। এ খবর আলী রাযি. এর কাছে পৌঁছলে তিনি সাহাবী মালিক বিন কাব আল-হামাজানিকে পাঠালেন। ইমাম শিহাবুদ্দীন রহ. লিখেন,

وقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل إلى بيعة علي، فأبوا وقالوا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على إمام، فانصرف عنهم وتركهم .

'মালিক দুমাতুল জান্দালের অধিবাসীদেরকে আলি রাযি. এর হাতে বায়আত দেওয়ার আহ্বান করার জন্য কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। তারা অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বায়আত দেব না, যতক্ষণ না সকল মানুষ কোন একজন ইমামের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তিনি তাদের থেকে চলে এলেন ও তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিলেন।'[৭৬]

দুমাতুল জান্দালের সাহাবী ও তাবিয়ীগণ আলী রাযি. কে বায়আত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অথচ জমহুর সাহাবাগণ তাকে বায়আত দিয়েছিলেন।

ইমামদের মধ্যে যারা উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন

এ মতটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি। ইমাম আহমদ রহ. কে নিম্মোক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية .

'যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কোন ইমাম (খলীফা) নেই, সে জাহিলিয়্যাতের মরণ মরল।'

এর উত্তরে তিনি বললেন,

أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام. فهذا معناه .

'তুমি কি জান, ইমাম (খলীফা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ইমাম হলেন তিনি, যার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত পোষণ করবেন এবং সকলেই বলবেন তিনিই ইমাম, এটাই হচ্ছে ইমামের অর্থ।'[৭৭]

[৭৬] -নেহায়াতুল আরব ফী-ফনূনিল আদাব, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৩৬৯

[৭৭] দেখুন, কিতাবুস সুন্নাহ লিল-খাল্লাল, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:৮০ ও মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:১১২

ইমাম আহমদ রহ. খলীফার আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন, এমন কেউ খলীফা হতে হবে, যাকে সকল মুসলিম মেনে নিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম আহমদ রহ. এর উপরোক্ত মাজহাবটি বর্ণনা করেন,

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ...إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس، ورضوا به .

'এ কারণেই আবদুস বিন মালিক আল-আত্তারের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে ইমাম আহমদ রহ. বলেন 'আমাদের নিকট সুন্নাহর মূলনীতি হল, সাহাবায়ে কেরাম যে অবস্থার উপর ছিলেন তা আঁকড়ে থাকা' একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন 'যে ব্যক্তি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অতঃপর জনসাধারণ তার ব্যাপারে একমত পোষণ করবেন ও সন্তুষ্ট হবেন।'[৭৮]

ইমাম লালিকায় রহ. আহমদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين .

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের এমন ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, যে ইমামের ব্যাপারে জনসাধারণ একমত পোষণ করেছে এবং যার খিলাফতকে সকলে মেনে নিয়েছে, চাই সন্তুষ্টিচিত্তে বা তার প্রভাবশালী হয়ে যাওয়ার কারনে, তাহলে এই বিদ্রোহী মুসলিমদের ঐক্যকে ভেঙ্গে ফেলল।'[৭৯]

তিনি আরো বর্ণনা করেন,

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به .

'খলীফা ও আমিরুল মুমিনীনদের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক চাই তিনি নেককার হোন বা গুনাহগার হোন এবং ঐ ব্যক্তিরও শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক, যিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সকল মানুষ তার ব্যাপারে একমত ও সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন।'[৮০]

---

[৭৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:৩৬৫
[৭৯] দেখুন, ই'তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬০
[৮০] দেখুন, ই'তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬০

উপরোক্ত বর্ণনাতেও ইমাম আহমদ রহ. উল্লেখ করেছেন, কোন ইমাম তখনই শরয়ী ইমাম বা খলীফা হওয়ার হকদার হবেন, যখন জনগণ তাকে মেনে নিবে। হাদীসের প্রখ্যাত ইমামদের একজন আলী ইবনুল মাদিনী রহ.ও একই শর্ত ব্যক্ত করেছেন:

ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام ، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين .

'যে ব্যক্তি সকল মানুষের ঐক্যমতে ও সন্তুষ্টিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনিই আমিরুল মুমিনীন বলে বিবেচিত হবেন। আল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য তাঁকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা ব্যতীত এক রাত অতিবাহিত করা বৈধ হবে না চাই তিনি নেককার হোন বা বদকার হোন।'[৮১]

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' সকলের ঐক্যমত আবশ্যক

সাহাবায়ে কেরামের অপর একটি জামাতের মাজহাব হল, কোন ব্যক্তি খলীফা নির্ধারিত হওয়ার জন্য সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' বায়আত প্রদান আবশ্যক।

ইমাম ইবনে খালদুন রহ. বর্ণনা করেন,

و رأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل و العقد بالآفاق و لم يحصر إلا قليل و لا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل و العقد و لا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم و إن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون أولاً بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام وذهب إلى هذا معاوية و عمرو بن العاص و أم المؤمنين عائشة و الزبير و ابنه عبد الله و طلحة و ابنه محمد و سعد و سعيد و النعمان بن بشير و معاوية بن خديج

'কিছু লোকের মত ছিল, আলী রাযি. এর বায়আতগ্রহণ গৃহীত হয়নি। কারণ সাহাবাদের মধ্যে যারা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ছিলেন, তারা ছিলেন বিভিন্ন স্থানে। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই একত্রিত হয়েছিলেন। আর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত ছাড়া বায়আত হতে পারে না। তারা ছাড়া অন্য কেউ খলীফা নির্ধারণ করলে বা তাদের মধ্যেই অল্পসংখ্যক কাউকে নির্ধারণ করে

---

[৮১] দেখুন, ই'তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬৮

ফেললে সেটা সর্বমান্য হবে না। মুসলিমরা তখন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের দাবি ছিল, প্রথমে উসমান হত্যার বদলা নিতে হবে, তারপর মুসলিমরা কোন একজন ইমামের ব্যাপারে একমত হবেন। আর এই মতটি ছিল মুআবিয়া, আমর বিন আস, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, জুবায়ের, তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ, তালহা, তার পুত্র মোহাম্মদ, সাদ, সায়ীদ, নুমান বিন বশীর, মুআবিয়া বিন খাদীজ রাযি. প্রমুখের।'[৮২]

এটি হল ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় মত। আল্লামা আবু ইয়ালা রহ.সহ হাম্বলী মাজহাবের অন্যান্য অনেক ফকীহ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইসহাক বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন,

الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه .

'ইমাম হলেন, যার ব্যাপারে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' একমত পোষণ করেছেন।'[৮৩]

কাজী আবু ইয়া'লা রহ. বলেন,

ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها لا تنعقد إلا بجماعتهم .

'ইমাম আহমদ রহ. এর বাহ্যিক বক্তব্য এটাই বোঝায় যে, সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত ছাড়া খিলাফত সংঘটিত হবে না।'[৮৪]

জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত আবশ্যক

ইবনে খালদুন রহ. বর্ণনা করেন,

أما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار فلم يشهدوا بيعة علي و الذين شهدوا فمنهم من بايع و منهم من توقف حتى يجتمع الناس و يتفقوا على إمام .

'আর আলী রাযি. এর ব্যাপারটা হচ্ছে, উসমান রাযি. নিহত হওয়ার সময় মুসলিমরা বিভিন্ন শহরের অধিবাসী ছিল। ফলে তারা (সকলে) আলী রাযি. এর বায়আতে অংশ নিতে পারেননি। যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকে বায়আত দিয়েছেন আর অনেকে অপেক্ষা করেছেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।'[৮৫]

[৮২] তারিখে ইবনে খালদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১
[৮৩] আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ, লি আবি ইয়ালা, পৃষ্ঠা:২৩
[৮৪] আল-মু'তামাদ ফী উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৩৮/২৩৯
[৮৫] তারিখে ইবনে খালেদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১

আর সাহাবীদের মধ্যে যারা আলী রাযি. এর বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ও বায়আত প্রদান করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। শায়েখ ইয়াহইয়া বিন আবিল খায়ের আল-ইমরানী রহ. বর্ণনা করেন,

قد ثبتت بيعة علي وإمامته بيعة الجمهور من الصحابة قبل ذلك، وانقادوا له وصارت له الشوكة بطاعتهم له . .

'আলী রাযি. এর বায়আত ও খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে, সবার আগে জমহুর সাহাবায়ে কেরামের বায়আত প্রদানের মাধ্যমে। তাঁরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং তাদের আনুগত্যের দ্বারাই তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'[৮৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وعلي بايعه أهل الشوكة وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله لكن لا ريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوة .

'আলী রাযি. কে প্রভাবশালী লোকজন বায়আত প্রদান করেছিলেন। যদিও পূর্বের খলীফাদের মত তার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেননি, কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী লোকদের বায়আত প্রদানের ফলেই তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর শরয়ী বর্ণনাও প্রমাণ করে, তাঁর খিলাফত ছিল 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ।'[৮৭]

উপরের প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়, আলী রাযি. কে সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বায়আত প্রদান না করলেও জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বায়আত প্রদান করেছিলেন। আর এর মাধ্যমেই তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুতরাং সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তাকে বায়আত না দেওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত সাহাবাগণ তাকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তারা এই ভিত্তিতেই গ্রহণ করেছিলেন যে, তাকে জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বায়আত দিয়েছেন। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অধিকাংশ সাহাবার মত ছিল, জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কাউকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করলেই তিনি মুসলিমদের খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হবেন। সকলের ঐক্যমত আবশ্যক নয়।

[৮৬] আল-ইন্তেসার ফির রদ্দি আলাল-মুতাজিলাতিল কদরিয়্যা, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:৯০
[৮৭] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩১৬

উপরোক্ত তিনটি মত ব্যতীত শাফী মাজহাবের অনেক আলেমদের মত হচ্ছে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' মধ্যে যাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদের ঐক্যমত আবশ্যক। শাফী মাজহাবের অধিকাংশ ফকীহ এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন,

العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم .

'উলামা, উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের সহজে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয়।'[৮৮]

তিনি আরো বলেন,

أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس .

'খলীফার বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তা সহীহ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বায়আত গ্রহণ শর্ত নয়। এমনকি প্রত্যেক 'আহলুল হাল্লি আকদের' বায়আত গ্রহণও শর্ত নয়; বরং উলামা, উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের সহজে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয় তাদের বায়আত-গ্রহণ শর্ত।'[৮৯]

আল্লামা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কলকসেন্দী রহ. উপরোক্ত অভিমত উল্লেখ করে বলেন,

وهو الأصح عند أصحابنا الشافعي .

'আর আমাদের শাফী আলেমদের নিকট এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধমত বলে ধর্তব্য।'[৯০]

শাফী মাজহাবের কারও কারও মতে ৪০ জন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বায়আত আবশ্যক। এ ছাড়া কেউ কেউ বলেছেন ৫জন, ৪জন, ৩জন, ২জন, ১জন হলেও খলীফা নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য হবে।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' সংখ্যার ব্যাপারে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য মত

উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে:

খলীফা নির্ধারণের জন্য জমহুর ''আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের'' সম্মতি আবশ্যক। আর এটি কয়েকটি কারণে:

[৮৮] দেখুন, নেহায়াতুল মুহতাজ

[৮৯] দেখুন, শরহে মুসলিম লিন-নববী

[৯০] দেখুন, মায়াছিরুল ইনাফাহ ফী মাআলিমিল খিলাফহ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৪৪

এক.

এ মতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد} [حديث صحيح، رواه أحمد في المسند: ١١٤، ١٧٧، والنسائي في السنن الكبرى: ٩٢١٩ – ٩٢٢١، وأسانيدهما صحيحة .

'তোমাদের মধ্যে যে জান্নাতে আবাসস্থল লাভের আশা করে, সে যেন জামাতকে আকড়ে ধরে। কেননা শয়তান একজনের সাথে। দুজন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।'[৯১]

এ হাদীসের মধ্যে একাকী চলতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এর ফলে শয়তান সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। রাসূল স. সবাইকে মুসলিম জামাতের সাথে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর ১/২ জন যদি কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে নিশ্চিত এর ফলে জামাত বিনষ্টহবে না। আর খিলাফত তো এমন একটি ব্যাপার যার সাথে সম্পৃক্ত পুরো উম্মাহ, যা পুরো উম্মাহর যৌথ একটি ব্যাপার। সুতরাং খিলাফতের প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই হাদীস আরও বেশি প্রযোজ্য।

দুই.

চার খলীফার মধ্যে ইখতিয়ার বা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে যে দুজন খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ আবু বকর ও আলী রাযি., তাঁরা হয়েছেন জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে। আবু বকর রাযি. কে খলীফা নির্ধারণের সময় সাহাবী সাদ বিন উবাদা রাযি. দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। আলী রাযি. কে খলীফা নির্বাচনকালে মুআবিয়া রাযি. সহ আরো অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।

তিন.

খলীফা নির্ধারণের জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে শর্তটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং তাদের সন্তুষ্টি ও সম্মতি আবশ্যক।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রাযি. কে একজনের ব্যাপারে বলছিলেন, যে বলেছে, 'ওমর রাযি.

[৯১] মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, সনদ সহীহ

মৃত্যুবরণ করলে সে অমুককে বায়আত দেবে আল্লাহর শপথ! আবু বকরের বায়আতে কি কোন আকস্মিকতা ছিল?'

এটা শুনে ওমর রাযি. রেগে গেলেন আর বললেন,

إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ .

'ইনশাআল্লাহ আমি সন্ধ্যার সময় মানুষদের সামনে দাঁড়াব। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক করব, যারা মানুষদের থেকে তাদের অধিকার হরণ করতে চায়।'

অতঃপর ওমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সামনে নিজ খুৎবাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন:

ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا .

'সাবধান! মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে তার অনুসরণ করা যাবে না এবং সে যার বায়আত গ্রহণ করেছে তারও অনুসরণ করা যাবে না; যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।'

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন,

قلت والذي يظهر من سياق القصة أنّ إنكار عمر إنّما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين .

'আমার কথা হল, ঘটনার ধরণ থেকে যা স্পষ্টষ্ট হয়: ওমর রাযি. ঐ ব্যক্তির বিরোধিতা করার কারণ হচ্ছে, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত কেউ কাউকে বায়আত দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।'[৯২]

ওমর রাযি. উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন মসজিদে, সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সামনে। আর সাহাবায়ে কেরাম কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করেননি; বরং সকলে বরণ করে নিয়েছেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয়, খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সন্তুষ্টি শর্ত। এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে প্রমাণিত।

উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর লোকেরা যখন আলী রাযি. এর কাছে বায়আত দেওয়ার জন্য পিড়াপীড়ি করতে লাগল তখন তিনি বললেন,

[৯২] ফাতহুলবারী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:১৫৪

لا تفعلوا فاني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلى عن رضا المسلمين .

'না! তোমরা তা কর না। কেননা, আমি তোমাদের আমীর হওয়ার চেয়ে (ওযীর) সাহায্যকারী হওয়াকেই পছন্দ করি। লোকেরা বলল, না আল্লাহর শপথ আমরা আপনার কাছে বায়আত দেওয়া ছাড়া কোন কিছুতেই প্রস্তুত নই। তিনি বললেন, তাহলে বায়আত সংঘটিত করতে হবে মসজিদে। কেননা, আমার বায়আত গোপনে এবং মুসলিমদের সন্তুষ্টি ব্যতীত হতে পারে না।'[৯৩]

জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' যদি কাউকে খলীফা নির্ধারণ করেন তাহলে তার ব্যাপারে উম্মাহ সন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হবে। কারণ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তারাই, যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

হ্যাঁ, তবে মুসলিমদের অল্প কিছু ব্যক্তির ভিন্নমত এখানে ধর্তব্য হবে না। কারণ এটা খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও বিদ্যমান ছিল।

চার.

উম্মাহর মুহাক্কিক আলেমগণ এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবু ইয়ালা রহ. বলেন,

لا تنعقد إلَّا بجمهور أهل الحَلِّ والعَقْد .

'জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ছাড়া খিলাফত সংঘটিত হবে না।'[৯৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

لو قُدِّر أنَّ عُمرَ وطائفةً معه بايعوه - يعني: أبا بكر - وامتنع سائرُ الصَّحابة عن البيعة، لم يَصِرْ إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصَّحابة، الذين هم أهلُ القُدرة والشوكة .

'ধরে নিন, যদি ওমর রাযি. এবং তাঁর সাথে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আবু বকর রাযি. কে বায়আত দিতেন, আর অন্য সকল সাহাবী বিরত থাকতেন, তাহলে এর দ্বারা আবু বকর রাযি. খলীফা হতে পারতেন না। আবু বকর রাযি. খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী জমহুর সাহাবাদের বায়আত দ্বারা।'[৯৫]

ইমাম জাহাবী রহ. বলেন,

[৯৩] তারিখুত তবারী, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৬৯৬। সনদ জাইয়্যিদ

[৯৪] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লি-আবী ইয়ালা, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৩)

[৯৫] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১

ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والإثنين ، ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامة.... ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذاً .... وأيضاً في صحة الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور ، قال عليه السلام : (عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة) وقال : (عليكم بالسواد الأعظم ، ومن شذّ شذّ في النار .)

'নিঃসন্দেহে খিলাফতের ক্ষেত্রে যে ইজমা ধর্তব্য, তাতে এক-দুজনের অসম্মতি কোন প্রভাব ফেলবে না। যদি এক-দুজনের মতভেদকে গ্রহণ করা হত তাহলে কোন খলীফার খিলাফতই সংঘটিত হত না। উপরন্তু কোন একজন যদি শরয়ী বর্ণনার বিপরীত মত ব্যক্ত করে, তাহলে তার এই মতবিরোধটি 'শায' (বিচ্ছিন্ন কিছু) বলে গণ্য হবে। ঠিক এমনিভাবে খিলাফত সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রেও এক-দুজনের ভিন্নমত ধর্তব্য নয়; বরং প্রভাবশালী লোকদের ও জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমতই গ্রহণযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের উপর আবশ্যক হল জামাতের সাথে থাকা, কেননা আল্লাহ তাআলার সাহায্য জামাতের সাথে থাকে'। রাসূল সা.আরও বলেন, 'তোমাদের উপর আবশ্যক হল বড় জামাতের সাথে থাকা, যে বিচ্ছিন্ন হবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে।'[৯৬]

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বলেন,

ثم اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين، فلو بايعه رجل واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فإنه لا يكون إماما مالم يبايعه معظمهم، أو أهل الحل والعقد .

'জেনে রাখা আবশ্যক, এই হাদীসটি প্রমাণ করে, হক হচ্ছে মুসলিমদের অধিকাংশের জামাতের সাথে, যদি একজন, দুজন অথবা তিনজন বায়আত প্রদান করে, তাহলে এর দ্বারা সে খলীফা নির্বাচিত হবে না, যতক্ষণ না তাদের অধিকাংশ লোক অথবা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বায়আত প্রদান করেন।'[৯৭]

পাঁচ.

জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত ছাড়া খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না।

[৯৬] আল-মুন্তাকা মিন মানহাজিল ই'তেদাল, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১৪৩
[৯৭] ফয়জুল বারী, খণ্ড:৬ পৃষ্ঠা:৭৪

আমরা পূর্বে খিলাফতের উদ্দেশ্য আলোচনা করেছি। খিলাফতের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন জমহুরের সম্মতিক্রমে তা সংগঠিত হবে। খিলাফতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হল, শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের। আর সেটা তখনই অর্জিত হবে, যখন জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তার সাথে একমত পোষণ করবেন। জমহুর উক্ত খলীফার ব্যাপারে সম্মত না হলে তা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

"الإمامة عندهم - يعنى أهل السنة - تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ، و لا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ، فإذا بُويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً ... و لهذا قال أئمة السلف : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية ، فهو من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله ، فالإمامة ملك وسلطان.

'আহলুস সুন্নাহর কাছে খিলাফত সংঘটিত হয়, প্রভাবশালীদের সম্মতির মাধ্যমে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবে না, যতক্ষণ না কর্তৃত্বের অধিকারীগণ তার খিলাফতের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন, যাদের আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। কেননা খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে। যখন কারো হাতে এমন বায়আত সংগঠিত হবে, যার দ্বারা শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে ইমাম বা খলীফা হিসাবে গণ্য হবে।

আর এ কারণেই পূর্ববর্তী ইমামগণ বলেছেন, যদি কারও এমন শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হয়, যার মাধ্যমে খিলাফতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে, সে-ই ঐ 'উলুল আমরের' অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা যাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ প্রদান করে। মোটকথা, খিলাফত হচ্ছে রাজত্ব ও ক্ষমতা।'[৯৮]

[৯৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭

খিলাফতের যোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ:

১) মুসলিম হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৩) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৪) পুরুষ হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৫) আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক থাকা। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৬) স্বাধীন হওয়া, গোলাম না হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৭) কোরাইশী হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৮) খলীফা হতে নিজেই সচেষ্ট না হওয়া, চেয়ে না নেওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৯) শারীরিক ও আভ্যন্তরীণ উপযুক্ততা ও সুস্থতা থাকা। (মুজতাহাদ ফীহ)

১০) মুজতাহিদ হওয়া। (মুখতালাফ ফীহ)[৯৯]

খলীফার দায়িত্বসমূহ:

খিলাফতের ১০টি দায়িত্ব:

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة .

এক. দীনের সকল স্থায়ী মূলনীতি ও যেসব মূলনীতির ব্যাপারে সালাফগণ একমত, তার উপর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা।'

والثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين .

দুই. বিবাদমান ব্যক্তিদের মাঝে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা এবং দুই পক্ষের ঝগড়া নিরসন করা।'

الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم .

তিন. ইসলামী ভূ-খণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইজ্জত-সম্মান হেফাজত করা।'

والرابع : إقامة الحدود .

চার. হুদুদ (আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) বাস্তবায়ন করা।'

والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة .

পাঁচ. প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা শক্তির মাধ্যমে সীমান্তগুলো সংরক্ষণ করা।'

والسادس : جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة .

[৯৯] দেখুন, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মুজাজাহ ফী আহকামিল ইমারাহ

ছয়. দাওয়াত দেওয়ার পর যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।'

والسابع : جباية الفيء والصدقات .

সাত. জিযিয়া ও জাকাত আদায় করা।'

والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

আট. কার্পণ্য ও অপচয় করা ব্যতীত বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করা ও আগ-পর না করে সঠিক সময়ে তা প্রদান করা।'

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء .

নয়. বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া।'

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة .

দশ. গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে স্বয়ং নিজে উপস্থিত থাকা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, যাতে উম্মাহর পরিচালনা ও মিল্লাতের হেফাজতের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া যায়।'[১০০]

খলীফার উপর জনগণের হকসমূহ:

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেন,

والذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم عشرة أشياء

أحدها : تمكين الرعية من استيطان مساكنهم وادعين

والثاني : التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين

والثالث : كف الأذى والأيدي الغالبة عنهم

والرابع : استعمال العدل والنصفة معهم

والخامس : فصل الخصام بين المتنازعين منهم

والسادس : حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم

والسابع : إقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم

والثامن : أمن سبلهم ومسالكهم

[১০০] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা

والتاسع : القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم

والعاشر : تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم ومنازلهم فيما يتميزون به من دين وعمل وكسب وصيانة

'জনগণের ১০টি হক পূর্ণ করা শাসকের জন্য আবশ্যক

১. জনগণের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২. তাদেরকে তাদের বাসস্থানে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা।

৩. তাদের দিকে অগ্রসরমান কোন বিপদ বা অন্যায়ের হাতকে প্রতিহত করা।

৪. ন্যায় ও ইনসাফকারীদের তাদের দায়িত্বশীল বানানো।

৫. তাদের মধ্যে বিবাদ হলে তা মিটানো।

৬. ইবাদত ও মুআমালাতে তাদেরকে শরয়ী ওয়াজিবের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. আল্লাহ তাআলার হদ ও হক তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করা।

৮. তাদের চলার পথের নিরাপত্তা প্রদান করা।

৯. পুল তৈরি, পানি সংরক্ষণ এ ধরণের কল্যাণমূলক কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া।

১০. যোগ্যতা ও অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে দীক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা। যাতে দীন, কর্ম ও উপার্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা অর্জন করে।'[১০১]

সুন্নাহর আলোকে খিলাফার যুগ

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ .

'তোমাদের মাঝে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন নুবুওয়াত থাকবে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তা উঠিয় নিবেন। অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে

[১০১] তাসহীলুন নাযর

খিলাফত। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছে করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আসবে অন্যায় শাসন। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আসবে প্রতাপশালী জালিমের শাসন। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।'[১০২]

উপরোক্ত হাদীস থেকে শাসনব্যবস্থার যে ধারাবাহিকতা বুঝে আসে- নুবুওয়াত, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত, অন্যায় শাসন, প্রতাপশালী জালিমের শাসন, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أولُ هذا الأمرِ نبوةٌ ورحمةٌ، ثمَّ يكونُ خلافةٌ ورحمةٌ، ثمّ يكون مُلكاً ورحمةً، ثمّ يتكادمون عليه تكادُم الحُمُرِ، فعليكُم بالجهادِ، وإن أفضل جهادِكم الرِّباطُ، وإن أفضلَ رباطِكم عسقلانُ .

'দীনের প্রথম অবস্থা হচ্ছে নুবুওয়াত ও রহমত। অতঃপর খিলাফত ও রহমত। অতঃপর সাম্রাজ্য ও রহমত। অতঃপর লোকেরা এর জন্য একে অপরের উপর গাধার পালের ন্যায় আঘাত করতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক হবে জিহাদ করা, নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে রিবাত (সীমান্ত রক্ষা করা)। আর তোমাদের সর্বোত্তম রিবাত হচ্ছে, আস্কালানে (ফিলিস্তীনের গাজার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান)।'

এ হাদীস থেকে অপর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে, খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার পর পুনরায় খিলাফত আসার পূর্বে সব সাম্রাজ্য মুসলিমদের জন্য অকল্যাণকর হবে না; বরং কিছু সাম্রাজ্য হবে কল্যাণকর।

নুবুওয়াত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে 'নুবুওয়াত ও রহমত' যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় ১১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

[১০২] মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৮৪৩০, সনদ সহীহ

‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’

হাদীস শরীফে এসেছে,

عن سَفِينَةُ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ.. رواه أحمد .

‘সাফীনাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফত থাকবে ৩০বছর। অতঃপর আগমন ঘটবে সাম্রাজ্যের।’[১০৩]

এই সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়, নুবুওয়াতের পর খিলাফতের স্থায়িত্ব ছিল ৩০বছর।

সুতরাং আবু বকর রাযি., ওমর রাযি., উসমান রাযি., আলী রাযি. এবং হাসান রাযি. এর শাসনকাল ছিল খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার যুগ। কেননা, সুন্নাহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত: খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার স্থায়িত্ব হবে নুবুওয়াতের পর ৩০বছর পর্যন্ত।

ইমাম ইবনু আবিল ইজ হানাফী রহ. বলেন,

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنين ونصفا وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر.

‘আবু বকর রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ২ বছর ৩ মাস। ওমর রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস। উসমান রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ১২ বছর। আলী রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস। হাসান রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ৬ মাস।’[১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয় ১১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। আর ৪১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হাসান ও মুআবিয়া রাযি. এর মধ্যে সমোঝোতা অনুষ্ঠিত হয়। মুআবিয়া রাযি. মুসলিমদের শাসনভার গ্রহণ করেন। আর এর মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার যুগও শেষ হয়।

[১০৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২১৯২৮, সনদ হাসান
[১০৪] শরহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৫৪৫

ইমাম ইবনে কাছীর রহ. বলেন,

والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا " وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي .

‘হাসান রাযি. যে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত, এর প্রমাণ হচ্ছে ঐ হাদীস, যা আমরা ‘দালায়িলুন নুবুওয়াতে’ উল্লেখ করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম সাফিনা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফত থাকবে ৩০ বছর। অতঃপর আগমন ঘটবে সাম্রাজ্যের।’ আর এই ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে হাসান রাযি. এর খিলাফতের মাধ্যমে।’[১০৫]

খিলাফতের পর যে শাসনব্যবস্থার আগমন ঘটবে, হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় তা তিন ধরনের হবে: রহমতের শাসন, অন্যায়ের শাসন, অতঃপর প্রতাপশালী জালিমের শাসন।

রাজত্ব ও রহমত

হাদীসের মধ্যে খিলাফতের পর যে শাসনকে রহমত বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে মুআবিয়া রাযি. ও ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাযি. সহ অন্যান্য ন্যায়পরায়ণদের শাসন। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وإتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فان الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة كما جاء فى الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض وكان فى ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره .

‘উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, মুআবিয়া রাযি. এই উম্মাহর শাসকদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্রাট-শাসক। কেননা, তাঁর পূর্বে যারা ছিলেন তারা ছিলেন ‘খোলাফায়ে নুবুওয়াহ’। তিনিই প্রথম সম্রাট-শাসক ছিলেন। তাঁর

[১০৫] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড:৮,পৃষ্ঠা:১৭

রাজত্ব ছিল রাজত্ব ও রহমত। যেমনটি হাদীসে এসেছে, শাসনব্যবস্থা হবে: নুবুওয়াত ও রহমত। অতঃপর খিলাফত ও রহমত। অতঃপর সাম্রাজ্য/রাজত্ব ও রহমত। অতঃপর রাজত্ব ও প্রতাপ। অতঃপর রাজত্ব ও অন্যায়। 'তাঁর শাসনকালে দয়া, সহোন শীলতা ও মুসলিমদের কল্যাণ ছিল' যা প্রমাণ করে 'তার শাসন ছিল অন্য সকলের শাসনের চেয়ে উত্তম।'[১০৬]

ইমাম ইবনু আবিল ইজ হানাফী রহ. বলেন,

وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا .

'মুসলিমদের সর্বপ্রথম সম্রাট হচ্ছেন মুআবিয়া রাযি.। তিনি হচ্ছেন মুসলিমদের সর্বোত্তম সম্রাট-শাসক। আর তিনি হচ্ছেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক।'[১০৭]

অন্যায় শাসন

এটা হচ্ছে বনু উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী ও উসমানী শাসকদের শাসনকাল। যাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের মিশ্রণ ছিল। যাকে খিলাফতও বলা হয়। কিন্তু তা কখনোই নুবুওয়াতের আদলের খিলাফত ছিল না। তবে তাদের শাসনের মধ্যেও মুসলিমদের জন্য অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। অনেক আলেমগণ বলে থাকেন, ১৯২৪ সালে উসমানী সম্রাজ্যের পতনের পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থার 'অন্যায়ের শাসন' স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রতাপশালী জালিম শাসন

এটা হচ্ছে শাসনব্যবস্থার ঐ স্তর, যার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর চেপে বসেছে। যে শাসনব্যবস্থার মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। আছে শুধু অন্যায়, জুলুম ও ফাসাদ।

আবার আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

'অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বর্তমান তাগুতী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটলেই আসবে, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।

---

[১০৬] মাজমূউল ফাতাওয়া, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৪৭৮

[১০৭] শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৩০২

খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে মুজাহিদীনের কোরবানী ও বিসর্জন

আজ ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলো দু-ধরণের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত। প্রথমত: ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ কুফ্ফারের দ্বারা। দ্বিতীয়ত: তাদের তাবেদার তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের দ্বারা। মুসলিম দেশগুলোতে হয়ত কাফেররা নিজেরাই দখলদারি কায়েম করে রেখেছে, অথবা তাদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকরা দখলদারি করছে। আর এরাই হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত প্রতাপশালী জালিম।

আর এই খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতেই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদগণ বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার ও তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ আরম্ভ করেন। এর প্রধান সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করেন শায়েখ ওসামা রহ.। উম্মাহর উপর ইয়াহুদী ও ক্রুসেডার নাসারাদের আগ্রাসন রুখতে, জালিম তাগুতদের থেকে উম্মাহকে মুক্ত করতে, 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়া' ফিরিয়ে আনতে নির্দিষ্ট ছক অনুসারে ধাপে ধাপে আগে বাড়তে থাকে তানজিমু কায়েদাতিল জিহাদ।

তোরাবোরার চূড়া থেকে উদিত এই নূর পুরো বিশ্বে ছড়াতে থাকে। একের পর এক রণাঙ্গন সক্রিয় হয়। পাকিস্তান থেকে আলজেরিয়া, শাম থেকে সোমালিয়া ক্রুসেডার ও তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়। এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয় শায়েখ ওসামাসহ উম্মাহর অনেক সিপাহসালারকে। শাহাদাৎ বরণ করতে হয় হাজার হাজার মুজাহিদীনকে। রচিত হয় রক্তে রাঙা এক নতুন ইতিহাস।

সকল কোরবানির উদ্দেশ্য হল, মুসলিমদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করা। কাফেরগোষ্ঠী থেকে ইসলামের ভূ-খণ্ডগুলো ফিরিয়ে আনা। আল্লাহর জমিনে তাঁর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াকে' ফিরিয়ে আনা।

দাউলার পক্ষ থেকে খিলাফত ঘোষণা

'উম্মাহ খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' ফিরে আসার অপেক্ষায়। বিশ্ব মুজাহিদগণ এলক্ষে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুজাহিদগণ যে রণাঙ্গনসমূহে জিহাদ করছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল ইরাক। ইরাকের মুজাহিদগণ পরবর্তীতে সিরিয়াতে জিহাদ শুরু হওয়ার পর সেখানেও তাদের কাজের ব্যপ্তি ঘটান।

১৪৩৫ হিজরীর ১ম রমজান মোতাবেক ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন, ইরাকের মুজাহিদীন খিলাফত ঘোষণা করেন। ইরাকের মুজাহিদদের আমীর আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে তারা খিলাফতের বায়আত প্রদান করে। তাদের দাবি হচ্ছে, এটাই সেই 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাউলার মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানী ঘোষণা করে-

وننبّه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة؛ صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله، وتبطل شرعيّة جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده .

আমি মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, খিলাফত ঘোষণার মাধ্যমে সকল মুসলিমদের উপর- খলীফা ইব্রাহীম হাফি. কে বাইয়াত দেওয়া ও সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর সকল ইমরাত সকল দল ও সকল বিলায়াত ও সকল তানযিমের শরয়ী বৈধতা বাতিল হিসাবে পরিগণিত হবে যেখানেই খলীফার কর্তৃত্ব প্রসারিত হবে ও তার সৈনিকরা পৌঁছবে।

আদনানী আরও বলেন,

وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله: أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة .

'আর সকল তানযীম ও গ্রুপের সৈনিকরা তোমরা জেনে রাখ! এই তামকীন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর তোমাদের তানযীম ও দলসমূহের বৈধতা বাতিল হয়ে গেছে। আল্লাহতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না সে রাত্রি যাপন করবে অথচ খলীফার সাথে সম্পর্ককে দীন হিসাবে মেনে নেবে না।'[১০৮]

এটি কি খিলাফত? আমাদের উপর কি এর বায়আত দেওয়া ওয়াজিব?

প্রশ্ন হচ্ছে: এটি কি রাসূল সা. এর সেই প্রতিশ্রুত 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'? আবু বকর আল-বাগদাদী কি বৈধ খলীফা? সকল মুসলিমদের কি এই খলীফার হাতে বায়আত দেওয়া ওয়াজিব? যদি কেউ বায়আত না দেয় তাহলে কি তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু?

[১০৮] দেখুন: দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকায় মিডিয়া থেকে প্রকাশিত, মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানীর বিবৃতি- هذا وعد الله

উত্তর হচ্ছে: না এটি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' নয়। আবু বকর আল-বাগদাদী কোন বৈধ খলীফাও নন। তার হাতে বায়আত দেওয়া কোন মুসলিমের উপর ওয়াজিবও নয়। তার হাতে বায়আত না দিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুও হবে না।

বায়আত ওয়াজিব না হওয়ার কারণসমূহ:

প্রথম কারণ: খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি তিনটি: ইস্তিখলাফ, শুরা ও ইখতিয়ার। আবু বকর আল-বাগদাদী এই তিন পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই খলীফা নির্বাচিত হননি। তাই তিনি কোন বৈধ খলীফা নয়।

তাদের দাবি হচ্ছে, বাগদাদী ইখতিয়ার তথা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছে।
এর উত্তরে আমরা বলি- এটা শুধু তাদের মৌখিক অসাড় দাবি মাত্র, বাস্তবতার সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। আবু বকর আল-বাগদাদীকে যারা খলীফা নির্বাচন করেছে তারা কোনভাবেই 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' নয়।

আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারা। 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ, যারা উম্মাহর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাদের সন্তুষ্টির উপর উম্মাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। আর তারা হচ্ছেন, আহলুল হক- নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেমগণ, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদানকারী সেনাপতিগণ এবং বিভিন্ন জিহাদী তানজীমের কমান্ডরগণ।

প্রথম কারণ: যারা বাগদাদীকে খলীফা নির্বাচন করেছেন

* যারা খলীফা নির্বাচনে পুরো উম্মাহর প্রতিনিধি নয় এবং তারা ঐ সংগঠনের সদস্য ছাড়া অন্য কোন জিহাদী সংগঠনের কারো সাথেই পরামর্শ করেনি।

* যাদেরকে বাগদাদী নিজেই উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

* যারা নিজেরাই অপরিচিত। উম্মাহর কী নেতৃত্ব দিবে! ইরাক ও সিরিয়ার মুজাহিদীনগণই তাদের পরিচয়ই জানেন না।

* যাদের মাধ্যে এখনো পর্যন্ত এমন এক জনের নামও নেই, যে আলেম হিসাবে উম্মাহর কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য।

* ওমর শিশানী ছাড়া তাদের মাধ্যে এমন একজন ও নেই, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে যার উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা আছে; উম্মাহর জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়া তো অনেক দূরের কথা।

উম্মাহর সাথে কোন ধরণের পরামর্শ করা ব্যতীত, নিজেদের সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত কোন এক ব্যক্তি কিভাবে পুরো উম্মাহর খলীফা হতে পারে? না তা শরীয়ত সমর্থন করে, আর না বিবেক সমর্থন করে।

এখানে সাহাবায়ে কেরামের সামনে ওমর রাযি. কর্তৃক প্রদত্ত সেই উক্তিই উল্লেখ করা যেতে পারে:

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রাযি. কে এক জনের ব্যাপারে বলছিলেন, যে বলেছে, 'ওমর রাযি. মৃত্যুবরণ করলে সে অমুককে বায়আত দেবে আল্লাহর শপথ! আবু বকরের বায়আতে কি কোন আকস্মিকতা ছিল?'

এটা শুনে ওমর রাযি. রেগে গেলেন আর বললেন,

إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ .

'ইনশাআল্লাহ আমি সন্ধ্যার সময় মানুষদের সামনে দাঁড়াব। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক করব, যারা মানুষদের থেকে তাদের অধিকার হরণ করতে চায়।'

অতঃপর ওমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সামনে নিজ খুৎবাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا .

'সাবধান! মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে তার যেন অনুসরণ করা না হয় এবং সে যার বায়আত গ্রহণ করেছে তারও যেন অনুসরণ করা না হয়; যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।'

এমনিভাবে ওমর রাযি. যে ছয়জনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করে খলীফা নির্বাচন করতে, তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন:

من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه .

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত আমীর হতে চায়, তোমরা তার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[১০৯]

[১০৯] তাবাকাতু ইবনে সা'দ, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:২৬১। সনদ সহীহ

অপর রেওয়াতে এসেছে,

من دعا إلى إمارة لنفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত লোকদেরকে নিজের নেতৃত্বের দিকে ডাকবে, তোমাদের জন্য এটাই উচিৎ হবে, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে।'[১১০]

আর এ জন্যই ওমর রাযি.এর শাহাদাতের পর, ছয়জনের পরামর্শক্রমে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ:

ইবনে জারীর তবারী রহ. বর্ণনা করেন:

ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد، وأشراف الناس يشاورهم، ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان

'আব্দুর রহমান রাযি. রাতে রাতে ঘুরতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ, মদীনার সেনাবাহিনীর আমীরগণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। যার সাথেই নিভৃতে কথা বলতেন সেই তাকে উসমানের ব্যাপারে পরামর্শ দিত।'

অতঃপর বায়আতের দিন সকলকে একত্রিত করে মিম্বারে উঠে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. বলেন,

أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان .

'ওহে লোকসকল! আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে আপনাদেরকে আপনাদের খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি আপনাদেরকে এই দুজনের কোন একজনের বাইরে মতপেশ করতে দেখিনি। হয়ত উসমান নয়ত আলী।'[১১১]

ইবনে কাছীর রহ. বর্ণনা করেন,

نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع راي المسلمين برأي رؤس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين

[১১০] তারিখুল মদীনাহ, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৯৬৩

[১১১] তারিখুত তবারী, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩০১

سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سال الولدان في المكاتب .

'আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. উসমান ও আলী রাযি. এর ব্যাপারে মানুষদের সাথে পরামর্শ করার জন্য ছুটতে থাকেন। সকল মুসলিমদের মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতের সাথে মিলান। সকলের সাথে যৌথভাবে, পৃথক পৃথকভাবে, একজন একজন করে, দুজন দুজন করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে পরামর্শ করেন। এমনকি পর্দার আড়ালের মহিলাদেরকেও তাদের পর্দার ভেতর থেকে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এমনকি মক্তবসমূহে বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন।'[১১২]

এই ছিল 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'। এভাবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন খোলাফায়ে রাশেদাহ। আর আমরা এমন খিলাফতের অপেক্ষাই আছি।

তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের সাথে পূর্ব থেকে পরিচিত মুহাক্কিক আলেমগণ তাদের খিলাফতকে সমর্থন করেননি। যেমন, শায়েখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী, শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী, শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শায়েখ হানী আস-সিবায়ী প্রমুখ।

ময়দানে লড়াইরত মুহাক্কিক উলামাগণ যারা উম্মাহর কাছে পূর্ব থেকেই পরিচিত, তাঁরা সকলেই এই খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
যেমন শায়েখ হারিছ গাজী আন নাজ্জারী, শায়েখ ইব্রাহিম রুবাইশ, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ সামি আল উরাইদী। এথেকে প্রমাণিত হল, আবু বকর আল-বাগদাদী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' দ্বারা নির্বাচিত হন নি। নির্বাচিত হয়েছেন নিজ তানজীমের ও নিজের অধীন কয়েকজন আবেগতাড়িত ব্যক্তি দ্বারা। সুতরাং তিনি কোনভাবেই সকল মুসলিমের খলীফা হতে পারেন না।

দ্বিতীয় কারণ:

যদি তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়, দাউলার যারা বাগদাদীকে নির্বাচন করেছেন, তাদের মধ্যে ১/২ জন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ছিল, তবুও বাগদাদী খলীফা নন।
মুসলিমদের প্রথম খলীফা আবু বকর রাযি. এর খলীফা নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন:

[১১২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড:৭,পৃষ্ঠা:১৬৪

لو قُدِّر أنَّ عُمرَ وطائفةً معه بايعوه - يعني: أبا بكر - وامتنع سائرُ الصَّحابة عن البيعة، لم يَصِرْ إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصَّحابة، الذين هم أهلُ القُدرة والشوكة .

'যদি ধরে নেওয়া হয়, ওমর রাযি. ও তাঁর সাথে কতিপয় লোক আবু বকর রাযি. কে বায়আত প্রদান করেছেন। আর বাকি সকল সাহাবী বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন, তাহলে আবু বকর রাযি. খলীফা নির্বাচিত হতেন না। তিনি খলীফা হয়েছেন জমহুর সাহাবায়ে কেরামের বায়আতের মাধ্যমে, যারা শক্তি ও ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন।'

সুবহানাল্লাহ! আবু বকর রাযি. কে ছিলেন? উম্মাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সঙ্গী। তাকে যদি ঐ ব্যক্তি বায়আত প্রদান করেন, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'আমার পর যদি কোন নবী হত তাহলে সে হত ওমর।' শুধু তাই নয় তাঁর সাথে আরও কতিপয় সাহাবায়ে কেরামও যদি বায়আত দেন;! কিন্তু অন্যরা বায়আত না দেন, তাহলে তিনি মুসলিমদের খলীফা হতে পারবেন না![১১৩]

যদি আবু বকর রাযি. খলীফা হতে হলে জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রায় সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বাগদাদীর খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার পরও কিভাবে তিনি খলীফা হোন, কিভাবে সকল মুসলিমের উপর তার হাতে বায়আত প্রদান ওয়াজিব হয়?

উসমান রাযি. এর খিলাফত সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম রহ. বলেন,

عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، ولم يتخلف عن بيعته أحد، قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: (ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم)، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما .

'কয়েক জনের নির্ধারণের মাধ্যমে উসমান রাযি. খলীফা হোননি; বরং তিনি খলীফা হয়েছেন সকল মানুষের বায়আতের মাধ্যমে। সকল মুসলিম উসমান বিন আফফানকে বায়আত দিয়েছেন। কোন একজনও বায়আত প্রদান থেকে বিরত

[১১৩] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১

থাকেননি। হামদান বিন আলী থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'উসমান রাযি. এর বায়আতের চেয়ে অন্য কারো বায়আত শক্তিশালী ছিল না, তা হয়েছিল ইজমার মাধ্যমে।' যখন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারীগণ বায়আত দিয়েছেন তখন তিনি খলীফা হয়েছেন। অন্যথায় যদি ধরা হয়, আব্দুর রহমান রাযি. তাঁর হাতে বায়আত দিতেন, কিন্তু আলী রাযি. বিরত থাকতেন, অথবা অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীগণ বায়আত না দিতেন, তাহলে তিনি খলীফা হতেন না।'[১১৪]

ইমাম গাজালী রহ. বলেন,

ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين او انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الامامة .

'যদি ওমর রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ আবু বকর রাযি. কে বায়আত প্রদান না করত বরং সকলে বিরোধী হত, অথবা তারা সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেত এবং তাদের মাঝে কাদের সংখ্যা বেশি তাও নির্ণয় করা সম্ভবপর না হত, তাহলে আবু বকর রাযি. এর খিলাফত সংঘটিত হত না।'[১১৫]

তিনি আরও বলেন,

ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمان .

'খলীফা নির্ধারণের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নির্ভর করে ক্ষমতার উপর। আর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সমসাময়িক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অধিকাংশের সমর্থন তার পক্ষে থাকবে।'[১১৬]

তৃতীয় কারণ:

বাগদাদী খলীফা নন, কারণ তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক নেই। আর আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) হচ্ছে খিলাফতের যোগ্য হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় একটি শর্ত। যার ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা বিদ্যমান।

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যায় খিলাফতের যোগ্যতা বিনষ্ট হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

[১১৪] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১
[১১৫] ফাদাইহুল বাতিনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:১৭৬/১৭৭
[১১৬] ফাদাইহুল বাতিনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:১৭৬/১৭৭

فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما : ما تابع فيه الشهوة. والثاني : ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها .

'আদালাতে সমস্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিসক। আর সেটা দুই প্রকার: এক. যা হয় প্রবৃত্তির কারণে। দুই. যা ঘটে সন্দেহের কারণে। আর দু'টির প্রথমটির সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, নফস ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বর্জনীয় কাজে লিপ্ত হওয়া, অবৈধ কাজ করা। এটা এমন ফিসক, যার কারণে খিলাফতের যোগ্যতা থাকে না এবং (আগে খলীফা নির্বাচিত হয়ে গেলে এখন) তা বহাল থাকবে না।'[১১৭]

আল্লামা জাসসাস রহ. لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ 'জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না', এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক পর্যায়ে বলেন,

فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته .

'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য। সে খলীফা হতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে না।'[১১৮]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

"لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الامامة لفاسق .

'উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, ফাসেককে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান বৈধ নয়।'[১১৯]

যে কারণে বাগদাদীর 'আদালত' প্রশ্নবিদ্ধ

- ✓ মিথ্যা বলা ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।
- ✓ ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা।
- ✓ মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করা।

[১১৭] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা:১৭
[১১৮] আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠাঃ ৮৬
[১১৯] তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭০

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির খলীফা হওয়ার জন্য আলেমগণ প্রথম যে শর্তটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, আদালত ঠিক থাকা। এটি হচ্ছে কারো খিলাফতের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত। আলেমগণ এ শর্তটির ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

একাধিক কারণে আবু বকর বাগদাদীর আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াতে তিনি কোন ভাবেই মুসলিমদের খলীফা নন। তার হাতে উম্মাহর বায়আত দেওয়াও ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ কারণ:

অনেকে খিলাফতের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকেন এভাবে বাগদাদী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে থাক, কিন্তু তিনি তো অস্ত্র দিয়ে বিজয় লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি খলীফা। ইমাম নববী, ইমাম শাফী, ও আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব নজদীসহ অন্যান্য অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে, খলীফায়ে মুতাগাল্লিবের (অস্ত্রের জোরে বিজিত) আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং বাগদাদীর হাতে বায়আত দেওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব।

যেমন ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين .

'খলীফা নির্ধারণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। যেমন, ইমাম মৃত্যুবরণ করল, তখন ইস্তিখলাফ বা ইখতিয়ার ব্যতীত এমন কেউ খিলাফতের জন্য প্রবৃত্ত হল, যার মাঝে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান। অতঃপর সে শক্তি ও সৈন্যবলে সকলকে সামলে নিল, তাহলে এমতাবস্থায় মুসলমানদের ঐক্য ধরে রাখার স্বার্থে তার খিলাফত কার্যকর হবে।'[১২০]

এর উত্তর:

খলীফা নির্বাচনের শরয়ী তিন পদ্ধতিই হচ্ছে বৈধ পদ্ধতি। আর এই চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে অবৈধ পদ্ধতি। উলামায়ে কেরাম এই হারাম পদ্ধতিতে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলেও তার আনুগত্য করতে বলেছেন, যাতে মুসলিমদের রক্ত না ঝরে এবং ঐক্য বিনষ্টনা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি এই অপরাধে লিপ্ত

[১২০] রওদাতুত তলিবীন, খণ্ড:১০,পৃষ্ঠা:৪৬

হবে, উম্মাহর হক ছিনতাই করবে সে অপরাধী হবে না; বরং তারা অবশ্যই অন্যায় ও কবিরাহ গুনাহকারী হবে। এর কারণে পরকালে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله .

'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের শাসক হবে তাদের সম্মতি ব্যতীত, তার উপর আল্লাহ তাআলার লানত।'[১২১]

যদি বাগদাদীকে ধরা হয়, তিনি এই পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন, তাহলে কখনোই এটা 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' হবে না বরং 'খিলাফত আলা মিনহাজিয যালিমীন' হবে। আর আমরা তো অপেক্ষা করছি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার', যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

'অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।'

জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী যে অঞ্চলে তার ক্ষমতা আছে সে অঞ্চলের শাসক হবে। কোন এক-দুই অঞ্চল দখল করলে পুরো উম্মাহর উপর তাকে বায়আত দেওয়া আবশ্যক হবে না। কেউ যদি জোরপূর্বক অস্ত্র ঠেকিয়ে ক্ষমতা দখল করে, তাহলে সে উম্মাহর জন্য খলীফা নির্ধারিত হওয়া ও উম্মাহর উপর তার আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফকীহগণ কতিপয় শর্ত বর্ণনা করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী হানাফী রহ. বলেন,

খলীফা হওয়ার চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে, জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল। যখন কোন খলীফা মৃত্যুবরণ করে তখন যদি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' সমর্থন বা পূর্ববর্তী খলীফার নির্ধারণ ব্যতীত কেউ খিলাফতে আসীন হয় এবং ইচ্ছায় বা ভয়ে লোকেরা তার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে সে এর মাধ্যমে খলীফা নির্ধারিত হবে। আর ভাল কাজে তার আনুগত্য করা মানুষের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফী রহ. বলেন,

كلّ من غلب على الخلافة بالسيف حتّى يسمّى خليفة ويجمع الناس عليه، فهو خليفة .

[১২১] মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং ১৬৪৯, সনদ সহীহ

'যে ব্যক্তি অস্ত্রের জোরে খিলাফতের আসন দখল করবে আর সে খলীফা নামে পরিচিত হবে এবং লোকেরা তার ব্যাপারে এক৬মত পোষণ করবে সেই খলীফা হবে।'[১২২]

ফকীহ আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন সাবী আল মালিকী রহ. বলেন,

أَنَّ الْمُتَغَلِّبَ لَا تَثْبُتُ لَهُ الْإِمَامَةُ إِلَّا إِنْ دَخَلَ عُمُومُ النَّاسِ تَحْتَ طَاعَتِهِ وَإِلَّا فَالْخَارِجُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ بَاغِيًا كَقَضِيَّةِ الْحُسَيْنِ مَعَ الْيَزِيدِ-حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

'জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর জন্য খিলাফত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন ব্যাপকভাবে মানুষেরা তার আনুগত্যে প্রবেশ করবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী বিদ্রোহী বাগী বলে গণ্য হবে না। যেমনটি হুসাইন রাযি. ইয়াজিদের ব্যাপারে করেছিলেন।'[১২৩]

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. বলেন,

ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج إليه عليه .

'যদি কোন ব্যক্তি ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে এবং তাকে পরাজিত করে তরবারির দ্বারা লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আর লোকেরা তাকে মেনে নেয় ও তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার অনুসরণ করে তখন সে খলীফা হবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ও অস্ত্র ধরা হারাম হবে।'[১২৪]

উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ফকীহগণ বলেছেন, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী তখনই খলীফা হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন লোকেরা ভয়ে বা স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য মেনে নেয়। এরপর তার আনুগত্য ওয়াজিব হবে ও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ নিষেধ হবে।

বাগদাদীকে যদি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর সাথেও তুলনা করা হয় তবুও তিনি খলীফা বলে বিবেচিত হবেন না। কারণ, পুরো উম্মাহ তো অনেক দূরের কথা, মুজাহিদদের দশভাগের একভাগও তাকে খলীফা হিসাবে মেনে নেয়নি এবং তার আনুগত্য স্বীকার করেনি।

[১২২] মানাকিবুশ শাফী লিল-বাইহাকী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৪৮
[১২৩] হাসিয়াতুস সবী, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:২০৩
[১২৪] আল-মুগনী, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৬২

পঞ্চম কারণ:

একজন খলীফার খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে যে দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে হয় তা পালনের সক্ষমতা বাগদাদীর বা দাউলার নেই। তাই তাদের খিলাফত গ্রহণযোগ্য নয়। তারা খিলাফত ঘোষণার পর, তাওহীদবাদীদের মধ্যে বিভক্তি ও মুজাহিদীনের মাঝে রক্তপাত সৃষ্টি করা ছাড়া কোন কল্যাণই বয়ে আনেনি। আর তারা খিলাফতের কোন দায়িত্বও পালন করতে পারছে না। তাই এটা নাম সর্বস্ব খিলাফত বৈ কিছু নয়।

শরীয়ার নামের কোন ধর্তব্য নেই, ধর্তব্য হচ্ছে বাস্তবতার। তাই মুসলিমদের উপর এই খিলাফতের অধীনে বায়আত দেওয়া ওয়াজিবও নয়।

খলীফার দায়িত্ব ও খলীফার উপর জনগণের হকগুলো পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কয়টি দায়িত্ব তারা পালন করতে পারছে এবং কয়টি হক আদায় করছে? খিলাফত শিশুদের খেলনা বা কোন গানের কলি অথবা মুখের কোন বুলি নয়। এটি একটি দায়িত্ব। উম্মাহর সাথে একটি চুক্তি। নিজেকে খলীফা ঘোষণা করা মানে পুরো উম্মাহর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেওয়া।

আবাসস্থলের ব্যবস্থা

খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে, মুসলিমদের জন্য নিরাপদ স্থায়ী আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আজ লক্ষ লক্ষ মুসলিম মা-বোন, অসহায় নারী-শিশুরা আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। খলীফা কি পারছেন বা পারবেন এই মুসলিমদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে? না! কখনোই না। তাহলে কিভাবে তাদের কাছে বায়আত চাওয়া হচ্ছে?

জান-মালের নিরাপত্তা

খলীফার দায়িত্ব হল, মুসলিমদের জান-মালের হিফাজত করা। কোটি কোটি মুসলিম কাফেরদের নির্যাতনের শিকার, হাজার হাজার মুসলিম তাদের বন্দীশালায় আবদ্ধ। খলীফা কি তাদের রক্ত রক্ষা করতে পারছে?

উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বশরীরে উপস্থিতি

দাউলার 'কথিত খলীফাকে' জীবন যাপন করতে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারেই সবসময় থাকতে হয় তটস্থ। একবার কিছু সময়ের জন্য জনসম্মুখে এসে সেই যে অদৃশ্য হয়েছেন আর সম্ভব হচ্ছে না উম্মাহর সামনে আসা। কিভাবে তার পক্ষে সম্ভব হবে উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া?

আল্লাহ তাআলার বিধান কার্যকর করা

খলীফার দায়িত্ব হল আল্লাহ তাআলার বিধান পূর্ণরূপে কার্যকর করা। হুদুদ-কিসাস কার্যকর করা, জনগণের বিবাদ মিটানো। অথচ আজ এই খিলাফতের অনেক 'বিলায়া' তাগুত শাসনের অধীনে। কিভাবে সম্ভব সেখানে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন করা?

এভাবে যদি আমরা একটা একটা করে খলীফার দায়িত্ব ও উম্মাহর হকগুলো দেখি, দেখা যাবে একটা হক আদায় করাও বাগদাদীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এবং নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মোটকথা এখন এই পরিস্থিতিই নেই যে, খলীফা উম্মাহর হক আদায় করবে এবং খিলাফতের বিধি-বিধান জনগণের মাঝে কার্যকর করবে। আর বাগদাদীর বা দাউলার এই ক্ষমতা নেই যে, তারা এই হক ও দায়িত্বগুলো আদায় করবে। এসব মৌলিক দায়িত্ব যিনি আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ-বোধগম্য নয় তাঁর খিলাফত দাবির যৌক্তিকতা কোথায় খুঁজে পান দাউলার ভাইরা!

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. খলীফার ১০টি দায়িত্ব উল্লেখ করে বলেন,

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ .

'যখন খলীফা উল্লিখিত উম্মাহর হকসমূহ পূর্ণ করবেন, তখন উম্মাহর জন্য ও উম্মাহর উপর আল্লাহ তাআলার যে হক আছে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর তখনই খলীফার জন্য জনগণের উপর দুটি হক ওয়াজিব হবে এক. আনুগত্য; দুই. নুসরাত বা সাহায্য।'[১২৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا .

'যে সমস্ত জিনিসের ভিত্তি শক্তি ও কর্তৃত্বের উপর, যেমন আমীর, বিচারক বা শাসক হওয়া, এগুলো তখনই অর্জিত হবে, যখন কর্তৃত্ব ও শক্তির অধিকারী

[১২৫] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১৭

হওয়ার উপকরণগুলো বিদ্যমান থাকবে। এসবের অনুপস্থিতিতে কেউ এগুলোর দাবি করার যোগ্য হবে না।'[১২৬]

এরপর শায়খুল ইসলাম রহ. এর একটা দৃষ্টান্ত টেনে বলেন,

وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها وإلا فلا فلا عمل إلا بقدرة عليه فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله .

'এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীর একজন রাখালের ন্যায়, যখন তাকে রাখাল বানানো হবে এই হিসাবে যে, সে তা চরানোর যোগ্য, তাহলে সে রাখাল বলে পরিগণিত হবে। নতুবা সে রাখাল হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কাজের সামর্থ্য ছাড়া কোন কাজের অধিকারী হওয়া যায় না। যার কাজের সামর্থ্য নেই সে কাজের কর্তা হতে পারে না। মানুষকে পরিচালনার শক্তি সাব্যস্ত হয় দুভাবে, ১.(বৈধ উপায়ে) তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে। ২.(অবৈধ উপায়ে) তাদের উপর জোর খাটিয়ে। যখন সে আনুগত্য বা ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে পরিচালনা করতে পারবে তখনই সে এমন শাসক হিসেবে গণ্য হবে, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের অনুকূলে আদেশ করলে তার আনুগত্য করতে হয়।'[১২৭]

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী রহ. বলেন,

والإمام يصير إماما بأمرين بالمبايعة من الأشراف والأعيان ، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته ، فإن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما .

'খলীফা হয় দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে: গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিতদের বায়আতের মাধ্যমে এবং তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাপটে তার হুকুম জনগণের মাঝে কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে। যদি লোকেরা ইমামকে বায়আত দেয়, কিন্তু তার অপারগতার কারণে তার হুকুম জনগণের মাঝে কার্যকর না হয়, তাহলে সে খলীফা হতে পারবে না।'[১২৮]

[১২৬] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭
[১২৭] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭
[১২৮] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪

তিনি আরও বলেন,

يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر ، بل يصير إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت .

'বায়আতের সাথে তার হুকুম কার্যকর হওয়াটাও শর্ত। এমনিভাবে ইস্তিখলাফের ক্ষেত্রেও এই একই শর্ত- যার বর্ণনা সামনে আসছে; বরং কেউ বায়আত বা ইস্তিখলাফ ছাড়া শুধু তাগাল্লুব (শক্তি প্রয়োগ করে), হুকুম কার্যকর করা এবং জোর খাটিয়েও খলীফা হতে পারে।'[১২৯]

অতএব, বাগদাদী যেহেতু তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নন, জনগণের হক প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তার হুকুম উম্মাহর মাঝে কার্যকর নয়, তাই সে খলীফা নয়। মুসলিমদের জন্য তার হাতে বায়আত হওয়াও আবশ্যক নয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বাগদাদী কোরাইশী

দাউলার সমর্থক অনেক ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তুমি তাদেরকে সমর্থন করছ বা কেন উক্ত খিলাফতকে আপনার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে? তখন তাদের উত্তর হয়, কিভাবে তাদের খিলাফত সঠিক হবে না, অথচ বাগদাদী কোরাইশী? ভাইদের ধারণাটা এমন যে, এতদিন মুজাহিদগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেননি কোরাইশী কাউকে না পাওয়ার কারণে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা শুধু কোরাইশীর মধ্যে এসে আটকে ছিল। সুতরাং এখন আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই।

অনেক ভাই আছেন, যারা শুধু এই কারণে দাউলার পক্ষপাতি যে, আবু বকর বাগদাদী কোরাইশী। এমন ধারণার কারণ হচ্ছে খিলাফত সম্পর্কে ভাইদের জানার পরিধি অনেক স্বল্প। ভাইদের সহজে বোঝার জন্য বলব, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ৩টি বিষয় লক্ষণীয়:

* খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কে, অথবা কে হবেন খলীফা?

* খলীফা নির্বাচিত হবে কিভাবে বা কারা নির্বাচন করবেন?

* কখন নির্বাচিত হবে অথবা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব পরিবেশ ও উম্মাহর অবস্থা কখন উপযোগী হবে।

[১২৯] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪

ভাইদের যে বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ তা হচ্ছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব করার কারণ এই নয় যে, উম্মাহর মাঝে খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কেউ ছিলেন না বা পাওয়া যাচ্ছিল না; বরং খলীফা হওয়ার জন্য যেসব সিফাত (বৈশিষ্ট্য) আবশ্যক সেসবের অধিকারী অনেক ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান আছেন।

আর কোরাইশ, এটা ছোটখাট কোন বংশ নয়; বরং অনেক বড় বংশ। আরব-আযম, তথা পুরো বিশ্বজুড়ে এ বংশের হাজার হাজার মানুষ ছড়িয়ে আছেন, যাদের মাঝে অনেকে আলহামদুলিল্লাহ সালেহ ও মুত্তাকী আছেন এবং যাদের মাঝে অনেকে আল্লাহ তাআলার পথের মুজাহিদও।

কোন কোরাইশী ব্যক্তি খিলাফতের দাবি করলেই তাকে বায়আত দিতে হবে এবং তিনি মুসলিমদের খলীফা হবেন, সে যেই হোক না কেন এমন আকীদাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নয় রাফিজীদের। এ ধরণের আকীদাহকে প্রত্যাখ্যান করে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا .

'নিশ্চয় এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাহ নয় বা তাদের মাজহাব নয় যে, কোন একজন কোরাইশীকে বায়আত দিলেই সে খলীফা মনোনীত হয়ে যাবে এবং সকল মানুষের উপর তার হাতে বায়আত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদিও কতিপয় 'আহলুল কালাম' এমনটি বলেছেন, তবে এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামদের কথা নয়; বরং ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছেন, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে, তার যেন অনুসরণ করা না হয় এবং সে যার বায়আত গ্রহণ করেছে তারও যেন অনুসরণ করা না হয়, যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।'[১৩০]

[১৩০] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:২৬৮

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত

দাউলা সমর্থিত এক ভাই একটি প্রশ্ন করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত ছিল মক্কা-মদীনাসহ খুব সামান্য স্থানে, তবুও উলামায়ে কেরাম তাকে 'আমীরুল মুমিনীন হিসাবে সম্বোধন করেন, তাহলে বাগদাদী কেন খলীফা হতে পারবেন না?

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত বা শাসনের ব্যাপারে এই ধারণাটি সঠিক নয়। তারিখ (ইতিহাস) সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এমন সংশয় তৈরি হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত ছিল অনেক অনেক বিস্তৃত। জমহুরে উম্মাহ তাকে বায়আত প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমেই তিনি আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা মদীনাসহ গোটা হিজাজ, ইয়েমেন, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও শাম শাসন করেন।
ইমাম আহমদ রহ. আবু বকর বিন আইয়্যাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن .

'ইবনুয যুবাইর রাযি. জর্ডান ব্যতীত এমন কোন ভূমি ছিল না, যা অধিকার করেননি।'[১৩১]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين، وحكم على الحجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبعض الشام .

'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ৬৪ হিজরীতে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি হিজাজ, ইয়েমেন, মিশর, ইরাক ও শামের কিছু অঞ্চল শাসন করেন।'[১৩২]

ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করেন, সাহাবী সাফওয়ান রাযি. ইবনে ওমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেন,

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعُرُوضِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أُبَايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاضِعُو سُيُوفِكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ .

[১৩১] আস-সুন্নাহ, লি আবী বকর ইবনে খাল্লাল। হাদীস নং ৮৫৩
[১৩২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, অধ্যায়: আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৬৩

'ওহে আবু আব্দির রহমান! কেন আপনি আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বায়আত দিচ্ছেন না? অথচ তাকে বায়আত দিয়েছেন, জাজিরাতুল আরববাসী, ইরাকের অধিবাসীগণ, শামের জনসাধারণ? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তোমরা তোমাদের তরবারি নিজেদের কাঁধের উপর রাখছ আমি তোমাদেরকে বায়আত দেব না।'[১৩৩]

উপরোক্ত প্রমাণ থেকে স্পষ্ট' হল, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহ. এর খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে জমহুর উম্মাহর সন্তুষ্টি ও বায়আতের মাধ্যমে। সুতরাং তার সাথে বাগদাদীর খিলাফতকে তুলনা করা একটি অবান্তর বিষয়।

আরেকটি বিষয়: আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে উম্মাহর কিছু অংশ বায়আত প্রদান না করার কারণেই অনেক সালাফ তাকে আমীরুল মুমিনীন বলতে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তাঁর শাসনকে খিলাফত হিসাবে গণ্য করেননি।

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

ولم يستوسق له الامر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبدالملك بن مروان، وحارب ابن الزبير، وقتل ابن الزبير رحمه الله، فاستقل بالخلافة عبدالملك وآله، واستوسق لهم الامر، إلى أن قهرهم بنو العباس بعد ملك ستين عاما .

'কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর বায়আত পূর্ণ হয়নি (সকলে দেয়নি)। আর এর ফলে কোন কোন আলেম তাঁকে আমীরুল মুমিনীনদের কাতারে গণ্য করেন না এবং তাঁর শাসনকে (মুসলিমদের মাঝে) বিভক্তির সময় বলে গণ্য করেন। কেননা, মারওয়ান প্রথমে শাম, অতঃপর মিশরের ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর তার সন্তান আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার স্থলাভিষিক্ত হয় ও ইবনুয যুবাইর রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করে এবং ইবনুয যুবাইর রাযি. কে হত্যা করে। অতঃপর এককভাবে আব্দুল মালিক ও তার পরিবার খিলাফত গ্রহণ করে এবং ৬০ বছর রাজত্ব করার পর বনু আব্বাসের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত খেলাফত তাদের হাতেই থাকে।'[১৩৪]

[১৩৩] আস-সুনানুল কুবরা, খণ্ড:৮,পৃষ্ঠা:১৯২, সনদ সহীহ
[১৩৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, অধ্যায়: আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৬৩

সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে দিয়ে প্রমাণ পেশ করা কোনভাবে সমীচীন নয়। শুধু উম্মাহর কিছু অংশ তাঁকে বায়আত না দেওয়ার কারণে অনেক আলেমগণ তাকে আমীরুল মুমিনীন বলেননি। আর বাগদাদীকে পুরো উম্মঠঘ অনেক দূরের কথা মুজাহিদদের ১০ ভাগের এক ভাগও বায়আত প্রদান করেননি।

তামকীন-বিহীন বিলায়াহ / প্রদেশ

দাউলার অদ্ভুত কর্মকান্ডের মধ্যে একটি হচ্ছে, তামকীন বিহীন বিলায়াহ/ প্রদেশ। অর্থাৎ কোন এক জিহাদেরভূমি থেকে দলছুট কিছু মুজাহিদ তাদেরকে বায়আত দিলেই তারা সেটাকে তাদের বিলায়াহ /প্রদেশ ঘোষণা করে। যেমনটি ঘটেছে, খোরাসান, ইয়েমেন, লিবিয়া ও সৌদিতে। অথচ এ সমস্ত এলাকাতে দাউলার কোন তামকীন নেই। এগুলো তাগুতী শাসনব্যবস্থার অধীনে।
তাদের সৈনিকরা সেখানে গোপনে অবস্থান করে। আর যুদ্ধটা হচ্ছে গরিলা যুদ্ধ। তাদের এই শক্তি নেই যে, তারা সেখানে আল্লাহ তাআলার বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করবে, জনগণকে পরিচালনা করবে, নিরাপত্তা দেবে এবং তাদের কাছে তাদের হক পৌঁছে দেবে। অথচ এমন এলাকাগুলোতেও তারা একাধিক বিলায়াহ খুলে বসেছে। যার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আলেমগণ বলেছেন কোন দাউলা (রাষ্ট্র) তখনই দাউলা বলে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তার মাধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে।

১. সালতাহ বা কর্তৃত্ব। যার মাধ্যমে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করা হবে এবং জনগণের উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হবে। যেখানে থাকবে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শাসক শ্রেণি ইত্যাদি।
২. জনগণ।
৩. অঞ্চল, যেখানে জনগণ বসবাস করবে ও শাসকের আইন কার্যকর হবে।
এই তিনটির কোন একটি জিনিস অনুপস্থিত থাকলে তা দাউলা বলে ধর্তব্য হবে না।
অথচ দাউলা এমন অনেক প্রদেশ ঘোষণা করেছে, যা তাগুত শাসনের অধীনে। যেখানে পূর্ণ কর্তৃত্ব তাগুতদের, মুজাহিদগণ যেখানে আত্মগোপনে থেকে গরিলা যুদ্ধে লিপ্ত। যেমন, বেলায়াতুন নজদ তথা নজদ প্রদেশ। বেলায়াতুল হেজাজ বা হেজাজ প্রদেশ, বেলায়াতুল বাহরাইন বা বাহরাইন প্রদেশ, বেলায়াতুল খোরাসান বা খোরাসান প্রদেশ।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময়

দাউলার সমর্থকগণ বারবার যে সংশয় উপস্থাপন করে থাকেন তা হল- খিলাফত প্রতিষ্ঠা একটা ওয়াজিব বিধান। আল-কায়েদা, তালিবান ও অন্যান্য জিহাদী গ্রুপগুলো এই ওয়াজিব পালন করছিল না। দাউলা এই ওয়াজিব আদায় করেছে।

এর উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিঃ একটু ভেবে দেখ-

মুজাহিদগণ তো জিহাদ শুরু করেছেন 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াকে' ফিরিয়ে আনার জন্যই। আল-কায়েদার যে পূর্ববর্তী শায়েখগণ আছেন, যাদেরকে দাউলা নিজেদের ইমাম বলে দাবি করে ও তাদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আওয়াজ তুলে, যেমন, শায়েখ ওসামা, শায়েখ আবু ইয়াহয়া আল-লিবী, শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. , বিশ্বব্যাপী তাদের তামকীন তো দাউলার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইয়েমেন, ইরাক, মালী, সোমালিয়া, খোরাসানের অনেক স্থান আয়ত্বাধীন ছিল , তবুও তারা কেন খিলাফত ঘোষণা করলেন না? অথচ তাদের জিহাদ ছিল খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য? আর তাদের ঘোষণা দাউলার চেয়ে ঐক্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী হত? তারা কি এই ওয়াজিবের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন না?

দাউলার সাবেক আমির আবু ওমর আল-বাগদাদী ও আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. ছিলেন। আবু ওমর বাগদাদী রহ. ছিলেন কোরাইশী। তবুও তারা কেন খিলাফত ঘোষণা না করে দাউলা ঘোষণা দিয়েছিলেন? তারা কি এই ওয়াজিবের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন না?

আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. এর শাহাদাতের পর আমীর হলেন আবু বকর আল-বাগদাদী। যিনিও কোরাইশী। তবুও দাউলা কেন তখন খিলাফত ঘোষণা করল না? খিলাফত ঘোষণা করতে চারবছর পর্যন্ত বিলম্ব কেন?

হ্যাঁ, উত্তর এটাই যে তখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি আসেনি। তাই আল-কায়েদার শায়েখগণ ও দাউলার আমীরগণ (যারা তখন আল-কায়েদারই শাখায় ছিলেন) এই উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তখন আর এখনকার মাঝে বিশ্ব পরিস্থিতির কী পরিবর্তন ঘটেছে? পূর্বের শায়েখগণ, দাউলা যাদের মানহাজের অনুসরণ করছে বলে দাবি করে, যেসব বাধ্য-বাধকতার কারণে তখনই খলীফা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, সেই বাধাগুলো কি এখন দূর হয়েছে?

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যপার হল: আল-কায়েদা, তালিবান বা অন্যান্য মুজাহিদীনের সাথে দাউলার মতভেদ কিন্তু খিলাফত ঘোষণার পর হয়নি; বরং দাউলা যখন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আমীরদের অবাধ্য হয়েছে, শামের অন্যান্য মুজাহিদীনের উপর জুলুম ও অন্যায়-রক্তপাত শুরু করেছে, অন্যান্য জিহাদী গ্রুপগুলোকে তাকফীর শুরু করেছে; তখন শায়েখ আইমান আল-কায়েদার পক্ষ থেকে তাদের এ সমস্ত কাজের ব্যাপারে নিজেদের দায়মুক্ত ঘোষণা করেন ও অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা ও সেনাপতিগণ তাদের ব্যাপারে উম্মাহ কে সতর্ক করতে থাকেন।

আর সেই মুহূর্তে দাউলা তাদের খিলাফত ঘোষণা করে। সেই সময়টিই কি খিলাফত ঘোষণার জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে তাদের কাছে বিবেচিত হল? নাকি খিলাফত ঘোষণাকে তারা একটা চাদর হিসাবে ব্যবহার করল, যার মাধ্যমে নিজেদের অপকর্মকে ঢেকে রাখা যায়, যুবকদেরকে ধরে রাখা যায়? !

মুজাহিদীন উলামা ও শায়েখদের খিলাফত ঘোষণা না দেওয়ার কারণ

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, খিলাফত কী, খলীফার দায়িত্ব কী, খলীফার উপর জনগণের হক কী। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, খিলাফত মুখে আওড়ানো কোন বুলির নাম নয়; বরং এটি উম্মাহ ও খলীফার মাঝে একটি চুক্তি। যে চুক্তি গ্রহণের পর খলীফা উম্মাহর অনেকগুলো দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর এই দায়িত্বগুলো পালনের জন্যই খিলাফত ব্যবস্থা।

খিলাফত ঘোষণা হল, কিন্তু খলীফার কাজগুলো করা গেল না, তাহলে এই ঘোষণার দ্বারা উম্মাহর কী লাভ হবে ? আমরা তো দেখছিই কী হচ্ছে !

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন হা হল:

১. ক্রুসেডারদের পতন ঘটানো, তাদের থেকে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলো মুক্ত করা।
২. ইয়াহুদী নাসারাদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগিয়ে তোলা, তাদের পতন ঘটানো।
৩. সমগ্র বিশ্বের জিহাদী জামাতগুলোর মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করা। সকলকে অভিন্ন আকীদাহ-মানহাজে নিয়ে আসা।
৪. উম্মাহর মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ছোবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে ইসলামের পথে পরিচালিত করা।

এই চারটি জিনিস বাস্তবায়িত হলে ইনশাআল্লাহ খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হবে। উম্মাহর সন্তুষ্টিতে এবং 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে উম্মাহর খলীফা হিসাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। আর সেই খিলাফত হবে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'। সেই খলীফার পক্ষেই সম্ভব হবে খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করা।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি উম্মাহ কে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' দান করুন। (আমীন)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين